সমকাল

02 SEP 2016
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন এখনও অনাবাসিক!

মাহফুজ সবুজ

কেউ কি বিশ্বের কোনো পূর্ণাঙ্গ অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর জানেন? জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়– অন্যায়-অবিচারের শিকার হওয়া ২০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশেরও একমাত্র অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ আবাসিক হল থাকা যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০০৫ সালে কোনো রকম অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। এ কারণে শুরু থেকেই মেরুদণ্ডহীন হয়ে ধুঁকছে এটি।

একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে থাকেন সবাই। এখানে ভর্তি হতে পারেন ব্যাপক প্রতিযোগিতামূলক ভর্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কেবল মেধাবীরাই। আর মেধাবীদের অধিকাংশের আগমন 'নুন আনতে পানতা ফুরানো' পরিবার থেকে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠা দেড়শ' বছরের ঐতিহ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটির প্রচুর ছাত্রাবাস ছিল। গণমাধ্যমের খবর ও বিভিন্ন নথিপত্র অনুযায়ী, এর ১২টি আবাসিক হল ছিল। সেগুলো পুরান ঢাকার প্রভাবশালী ভূমিদস্যু ও পুলিশের দখলে। এককালে শিক্ষার্থীরাই ব্যবহার করতেন এগুলো। ১৯৭০ সালেও এ প্রতিষ্ঠানটির সব হল কলেজেরই দখলে ছিল। হলগুলো হলো– ১. বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, ২. ড. হাবিবুর রহমান হল, ৩. বাণী ভবন হল, ৪. আবদুর রহমান হল, ৫. শহীদ আনোয়ার শফিক হল, ৬. তিব্বত হল, ৭. সাইদুর রহমান হল, ৮. রউফ মজুমদার হল, ৯. শহীদ আজমল হোসেন হল, ১০. বজলুর রহমান হল, ১১. নজরুল ইসলাম খান হল এবং ১২. শহীদ শাহাবুদ্দিন হল।

১১ বছর পার করল বিশ্ববিদ্যালয়টি। অথচ আবাসিক সংকটের কারণে ৯০ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থীকে থাকতে হয় অবমাননাকর, অস্বাস্থ্যকর, ঘিঞ্জি পরিবেশের মেসে। নারী শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি আরও বেশি। আবাসিক হল না থাকায় তাদের থাকতে হয় নিরাপত্তাহীনতায়। জীবনসংগ্রাম কাকে বলে দেখতে হলে আমি সবাইকে বিনীতভাবে আহ্বান জানাব জগন্নাথের শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর দিতে।

হলগুলো কেন উদ্ধার হচ্ছে না? এ জন্য প্রশাসনের উদাসীনতাই প্রধানত দায়ী। প্রশাসন সঠিকভাবে যদি তৎপর হতো, এতদিনে আবাসিক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। মঞ্জুরি কমিশনেরও (ইউজিসি) যেন কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাকে আপনি পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেবেন না, সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি করবেন না, অথচ আমার দ্বারা সৃজনশীলতা আশা করবেন; আজকালকার শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল নয় বলে গালি দেবেন, তা কী করে হয়? অবিভক্ত ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় আবাসিক সুবিধা-সংবলিত কলেজগুলোর মধ্যে একটি ছিল তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ। অথচ তার আজ এই দশা!

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার নিবেদন, সবকিছুতেই আপনার সরকার আপনার নেতৃত্বে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যেহেতু আপনার সরকারই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে শিক্ষা ও উন্নয়ন খাতকে। তাই আপনি জগন্নাথের দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি একটু নজর দিন। আমরা জানি, আপনার নির্দেশে অনেক কিছুই দ্রুত সম্ভব।

শিক্ষার্থীরা এখন আন্দোলন করছে স্থানান্তরিত কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গাটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বানানোর জন্য দেওয়ার দাবিতে। অনেকে বলেন, অবশ্য বাধ্য হয়েই, জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা তো তাদের বেহাত হওয়া হলগুলো দখলে নিলেই পারেন। আমার কথা হলো, জবির শিক্ষার্থীরা তা একশ'বার পারে। একদিনও লাগবে না হল দখলে নিতে। কিন্তু প্রশ্ন– হলগুলো দখলে নিতে গেলে কোনো শিক্ষার্থী বা সাধারণ মানুষ যদি সংঘর্ষে নিহত হন, তাহলে সেই দায় কে নেবে? পুলিশ প্রশাসনও ৩-৪টি হল দখল করে আছে!

জোরপূর্বক হল দখল করতে যাওয়া মোটেই শিক্ষার্থীদের কাজ নয়। তারা এখানে এসেছেন পড়াশোনা করতে। সঠিক পথে হল উদ্ধার করে শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব বর্তায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ইউজিসি এবং সরকারের ওপর। কিন্তু সেটি যদি না হয় তখনই শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামতে হয়।

আশা করি, তেমন কিছু ঘটার আগেই সবাই সমাধানের পথ খুঁজবে। কারণ, আমরা কখনোই আশা করতে পারি না শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কোনো সহিংস পর্যায়ে যাক। কারণ তারা জানেন হলগুলো তাদের। হলগুলো দেশ বিভাগের সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের নামিদামি লোকজন প্রতিষ্ঠানের নামে দলিল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়।

আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেহেতু বলছে, জমির দলিলপত্র তাদের হাতে নেই, সে ক্ষেত্রে তারা ওইসব দাতার বংশধর যারা ভারত বা বিভিন্ন দেশে আছেন তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানাতে পারে হলগুলোর দখল পাওয়ার সমর্থনে।

সাংবাদিক; সাবেক শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
mahfuzjnu21@yahoo.com.